১৮৩ ৪

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...2.8 DEC.1985 ......
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ..৬......

সরকারী আদেশ অমান্য ॥ গরিব ছাত্রদের দুর্ভোগ

এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফী নেয়া হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

'৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানের উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অতিরিক্ত ফী আদায় করা হচ্ছে।

অভিযোগে জানা গেছে, এ ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফী এবং কোন নির্দেশ মানা হচ্ছে না। বরং তার চেয়ে ৩/৪ গুণ বেশি টাকা নেয়া হচ্ছে। এতে নিরীহ গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিভাবকরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে।

এ অবস্থা চলছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) ও চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) থেকে আমাদের সংবাদদাতাগণ জানান, এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী বিরাট অঙ্কের টাকা যোগাতে পারছে না গরিব কৃষকরা। খবরে বলা হয়, সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ১১টি বিদ্যালয়ে ৮শ' ছাত্রছাত্রী আগামী বছর ('৯৬ সালে) অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের গৃহীত যৌথ পরিকল্পনায় এ অতিরিক্ত ফী আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফী ধার্য করা হয়েছে বিষয় ফি ৩শ' ৫০ টাকা, মার্কশীট ফি ৩০ টাকা ও কেন্দ্র ফি ৭০ টাকাসহ মোট ৫শ' ৪০ টাকা।

অথচ এ থানার প্রতিটি বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নাকের ডগার উপর দিয়ে প্রতিবছর কোচিং ফী, সেশন ফী, উন্নয়ন ফী, তিন মাসের বেতন ও বোর্ড ফী বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২/৩ হাজার টাকা আদায় করছে। ফলে অভিভাবক মহল বিপদে পড়ে গরু, ছাগল ও ঘরের আসবাবপত্র বিক্রি করে ছাত্রছাত্রীদের (সন্তানদের) ফরম পূরণের টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

চন্দনাইশ ঃ সরকার দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফীস না বাড়িয়ে ১৯৯৫ সালের অনুরূপ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতি পরীক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত পরীক্ষার ফীস বিজ্ঞান বিভাগ (নিয়মিত) ৫৪০ টাকা ও অনিয়মিত ৬১৫ টাকা, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ (নিয়মিত) ৫০০ টাকা ও অনিয়মিত ৫৭৫ টাকা। কোন পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক ছাড়া চতুর্থ বিষয় থাকলে তাকে অতিরিক্ত ৩৫ টাকা এবং ব্যবহারিকসহ চতুর্থ বিষয় থাকলে অতিরিক্ত ৫৫ টাকা দিতে হবে। এছাড়া বিভাগ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ৯০ টাকা প্রদান করতে হবে। আমাদের প্রতিনিধি থানার বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফী-এর অতিরিক্ত টাকা আদায় করছেন। এখানকার স্কুলগুলোতে পরীক্ষার ফী-এর সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুসারে হরেক রকম ফী ধার্য করা হয়েছে। ফলে অনেক বিদ্যালয়ে সর্বমোট ফী দাঁড়িয়েছে ১২শ' টাকা থেকে ১৬শ' টাকার মতো। অনেক বিদ্যালয়ে দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষকরা মোটা অঙ্কের টাকা উৎকোচ নিয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা কিংবা ২/৩ বিষয়ে ফেল করা ছাত্রছাত্রীদেরও এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে অতিরিক্ত ফী নেয়ার কারণে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এত অধিক হারে ফী দিতে না পারার কারণে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের জরুরী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।